রাজশাহী মহানগরীর রাজপাড়া থেকে মোঃ আনোয়ারুল ইসলামকে র‍্যাব সদস্য কর্তৃক গ্রেপ্তারের পর গুম করার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

৫ এপ্রিল ২০১৩ রাত আনুমানিক ২.২৫ টায় রাজশাহী মহানগরীর রাজপাড়া থানার নতুন বিল সিমলা মহল্লার ১৭৫ নম্বর বাড়ি থেকে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-৫ এর সদস্যরা চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার আংগারিয়াপাড়া গ্রামের মোঃ ইসরাইল ও মোসাঃ নূরজাহান বেগমের ছেলে মোহাঃ আনোয়ারুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। পরে পরিবারের সদস্যরা র‍্যাব-৫ এ যোগাযোগ করলে তারা আনোয়ারুলকে (২৮) গ্রেপ্তারের বিষয়টি অস্বীকার করে। পরিবারের অভিযোগ র‍্যাব সদস্যরা আনোয়ারুলকে গুম করেছে।

তথ্যানুসন্ধানে জানাযায়, আনোয়ারুল রাজশাহী কলেজের গণিত বিভাগের মাস্টার্স শেষ বর্ষের ছাত্র। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের রাজশাহী মহানগর শাখার অফিস সম্পাদক ছিলেন।

আনোয়ারুল ইসলামকে মাসুম নামে এলাকার লোকজন চিনতেন। মাসুম পড়ালেখার অসুবিধার জন্য রাজপাড়া থানার নতুন বিল সিমলা মহল্লায় মামা ফজলুর রহমান এর বাসায় থাকতেন।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- আনোয়ারুলের আত্মীয় স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী এবং
- আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

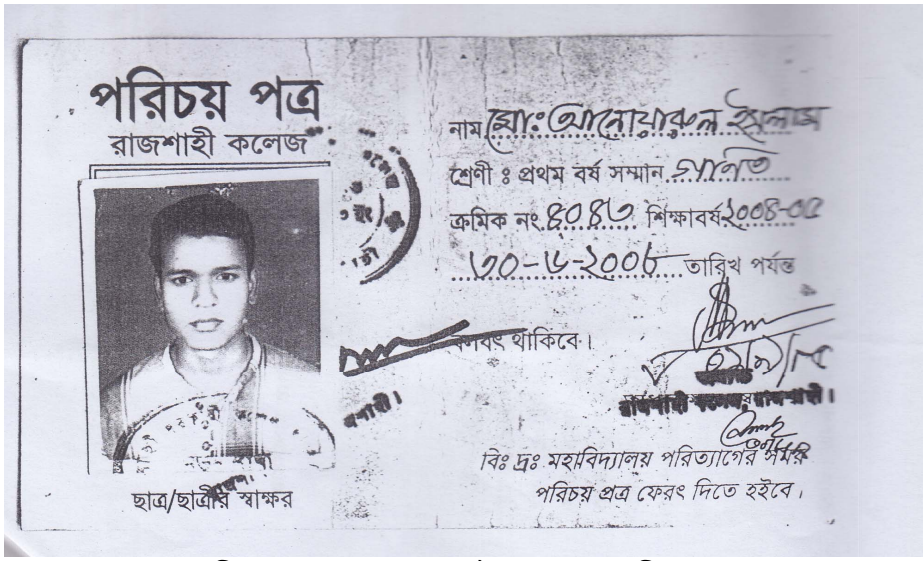
পরিচয় পত্র
রাজশাহী কলেজ
নাম মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম
শ্রেণী ঃ প্রথম বর্ষ সম্মান
ক্রমিক নং ৪০৪৩ শিক্ষাবর্ষ ২০০৪-০৫
৩০-৬-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত
বলবৎ থাকিবে।
ছাত্র/ছাত্রীর স্বাক্ষর
বিঃ দ্রঃ মহাবিদ্যালয় পরিত্যাগের সময়
পরিচয় পত্র ফেরৎ দিতে হইবে।

ছবিঃ মোহাঃ আনোয়ারুল ইসলাম এর পরিচয়পত্র

মোসাঃ নূরজাহান বেগম (৬০), আনোয়ারুলের মা, গ্রামঃ আংগারিয়াপাড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

মোসাঃ নূরজাহান বেগম অধিকারকে জানান, তাঁর ভাই ফজলুর রহমান রাজশাহী মহানগরীর রাজপাড়া থানার নতুন বিল সিমলা মহল্লার ১৭৫ নম্বর বাড়িতে বাস করেন। আনোয়ারুল সে বাড়ীতে থেকেই রাজশাহী কলেজের গণিত বিভাগের মাস্টার্স শেষ বর্ষে পড়াতো। এছাড়া আনোয়ারুল বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের রাজশাহী মহানগর শাখার অফিস সম্পাদক ছিলো। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আনোয়ারুল গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য সতর্কভাবে চলাফেরা করতো।

৫ এপ্রিল ২০১৩ ভোর আনুমানিক ৫.০০টায় তাঁর ভাই ফজলুর রহমানের ছেলে শামসুল হুদা ইকবাল রবির স্ত্রী ফেরদৌস শামীম স্বপ্না তাঁকে মোবাইল ফোনে ফোন করে। ফেরদৌস শামীম স্বপ্না তাঁকে বলে, রাত আনুমানিক ৩.৪৫টায় র‍্যাব-৫ এর সদস্যরা বাসা থেকে আনোয়ারুলকে ধরে নিয়ে গেছে।

তিনি তাঁর মেয়ে মাহমুদা পারভীনকে নিয়ে ৬ এপ্রিল ২০১৩ চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে রাজশাহীতে আসেন। তিনি মাহমুদা পারভীন এবং ফেরদৌস শামীম স্বপ্নাকে নিয়ে র‍্যাব-৫ এর রেলওয়ে কলোনী ক্যাম্পে যান। ক্যাম্পের গেটে দায়িত্বে থাকা এক র‍্যাব সদস্যের সঙ্গে কথা বলেন। ঐ র‍্যাব সদস্য তাঁকে জানান, আনোয়ারুল নামে কাউকে র‍্যাব সদস্যরা গ্রেপ্তার করেনি।

পরে তিনি সেখান থেকে মহানগরীর বিনোদপুর বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণাগারস্থ র‍্যাব-৫ এর সদর দপ্তরে যান। গেটে দায়িত্বে থাকা এক র‍্যাব সদস্যের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি র‍্যাব কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য রিসিবশনে নাম এন্ট্রি করেন। কিন্তু তাঁকে এরপর আর ভেতরে যেতে না দিয়ে আনোয়ারুলকে র‍্যাব গ্রেপ্তার করেনি বলে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়া হয়।

পরে তিনি মহানগরীর রাজপাড়া থানা এবং বোয়ালিয়া মডেল থানায় গিয়ে জেনারেল ডায়রী (জিডি) করতে চাইলে থানা কর্তৃপক্ষ তাঁর জিডি নেয়নি। রাজশাহী ডিবি (গোয়েন্দা শাখা) অফিসে যোগাযোগ করেও তিান আনোয়ারুলকে পাননি।

তিনি ৭ এপ্রিল ২০১৩ রাজশাহী থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জে ফিরে যান। তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জে সদর থানায় জিডি করতে গেলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিডি না নিয়ে বিদায় করে দেন।

তিনি কোন উপায়ান্তর না দেখে ৬ ও ১৭ এপ্রিল ২০১৩ রাজশাহী এবং ২৯ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন করেন।

তিনি বাদী হয়ে ১৮ এপ্রিল ২০১৩ রাজশাহী মূখ্য মহানগর হাকিম আদালতে র‍্যাব-৫ পরিচালক লে. কর্ণেল আনোয়ার লতিফ খান, রাজশাহী মহানগর পুলিশ কমিশনার এসএম মনিরুজ্জামান, রাজশাহী ডিবি (গোয়েন্দা শাখা) পুলিশের অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর হোসেন, বোয়ালিয়া জোনের সহকারী কমিশনার রোকনুজ্জামান, বোয়ালিয়া মডেল থানার ওসি জিয়াউর রহমান, ওসি তদন্ত হাফিজুর রহমানসহ ৪০/৫০জন র‍্যাব ও পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে একটি পিটিশন মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর-৯৭/১৩। ধারাঃ ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৪ ধারা।

নূরজাহান বেগম অধিকারকে বলেন, তাঁর ছেলে অপরাধ করে থাকলে দেশের প্রচলিত আইনে বিচার হতে পারে। কিন্তু আটকের পর তাঁকে কেন গুম করা হলো। তিনি তার ছেলেকে আদালতের কাছে সোপর্দ করার অনুরোধ জানান।

শামসুল হুদা ইকবাল রবি (৪৩), আনোয়ারুলের মামাতো ভাই, নতুন বিল সিমলা, রাজপাড়া থানা, রাজশাহী

শামসুল হুদা ইকবাল রবি অধিকারকে জানান, ৫ এপ্রিল ২০১৩ রাত আনুমানিক ২.২৫ টায় পরিবারের সদস্যরা বাড়ীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় ঘুমিয়ে ছিলেন। কে বা কারা নিচতলার গেটের তালা কাটতে থাকে। তালা কাটার শব্দে তিনি ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। তিনি দ্বিতীয় তলা থেকে বিদ্যুতের আলোতে দেখতে পান, ৩০/৩৫জন র‍্যাবের পোশাক পড়া লোক দ্বিতীয় তলায় প্রবেশ করার জন্য সিঁড়িতে অবস্থান করছে। একজন র‍্যাব সদস্য তাকে গেটের তালা খুলে দিতে বলে। এক পর্যায় র‍্যাব সদস্যদের চাপে দ্বিতীয় তলার গেটের তালা তিনি খুলে দেন। তখন প্রায় ২০ জন র‍্যাব সদস্য মারমুখী ভূমিকায় ঘরে প্রবেশ করে এবং পরিবারের সদস্যদের করিডোরে বসিয়ে রাখে এবং সবার মোবাইল ফোন সরিয়ে নেয়। এরপর পুরো ঘর তছনছ করে এবং তৃতীয় তলায় যায়। র‍্যাব সদস্যরা ঘুমন্ত অবস্থা থেকে আনোয়ারুলকে গ্রেপ্তার করে। একজন র‍্যাব সদস্য দ্বিতীয় তলা এবং তৃতীয় তলায় ঘন ঘন আসা-যাওয়া করছিলো এবং র‍্যাব সদস্য বুলবুল এবং নাহিদকে নাম ধরে ডেকে ডেকে বিভিন্ন নির্দেশ দিচ্ছিলো। র‍্যাব সদস্য নাহিদ এবং বুলবুল অভিযানের মুল ভূমিকায় ছিলো। পরে র‍্যাব সদস্যরা নিজেদের বহন করে আনা কয়েকটি ককটেল ও দুইটি অস্ত্র আনোয়ারুলের সামনে রেখে তাঁর বাবা ফজলুর রহমান, সিদ্দিক হোসেন, ইসতিয়াক আহমেদকে ডেকে নিয়ে সাক্ষী বানিয়ে ছবি তোলে। র‍্যাব সদস্যরা প্রতিবেশী ৩/৪জন লোকের কাছ থেকেও সাদা কাগজে স্বাক্ষর নেয়। তাঁকেও স্বাক্ষর করতে বললে তিনি সাদা কাগজে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকৃতি জানান।

রাত আনুমানিক ৩.৪৫টায় র‍্যাব সদস্যরা আনোয়ারুলকে গাড়ীতে তোলে এবং আনোয়ারুলের ১টি ল্যাপটপ, পরিবারের ৪টি মোবাইল ফোন, তাঁর ছেলের কম্পিউটারের সিপিইউ এবং একটি স্কুল ব্যাগ নিয়ে চলে যায়।

৫ এপ্রিল ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৮.০০টায় তিনি র‍্যাব-৫ রাজশাহী রেলওয়ে কলোনী ক্যাম্প ও র‍্যাব-৫ সদর দপ্তরে যোগাযোগ করেন। কিন্তু র‍্যাব সদস্যরা আনোয়ারুলকে গ্রেপ্তারের কথা অস্বীকার করে। ৬ এপ্রিল ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ১.০০টায় তিনি রাজশাহী মহানগরীর রাজপাড়া থানায় যান এবং অফিসার ইনচার্জ এবিএম রেজাউল ইসলামের সঙ্গে কথা বলে জিডি করতে চান। কিন্তু র‍্যাব সদস্যদের বিরুদ্ধে থানায় জিডি নেয়নি। ৭ এপ্রিল ২০১৩ বিকাল আনুমানিক ৪.০০টায় তিনি বোয়ালিয়া মডেল থানায় যান এবং এসআই মাসুমা মোস্তারীর সঙ্গে জিডি করার ব্যাপারে কথা বলেন। তিনিও তাঁর জিডি না নিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে দেন।

ইশতিয়াক আহমেদ (৫০), সাবেক পুলিশ কনস্টেবল, নতুন বিল সিমলা, রাজপাড়া থানা রাজশাহী

ইশতিয়াক আহমেদ অধিকারকে জানান, ৫ এপ্রিল ২০১৩ রাত আনুমানিক ৩.৩০টায় র‍্যাব পরিচয়ে কিছু লোক তাঁর বাড়ির গেইটে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করে। তিনি দরজা খুলে বারান্দায় বেড়িয়ে দেখেন, র‍্যাবের পোশাক পরিহিত বেশ কিছু সংখ্যক লোক, তাকে ঘরের বাইরে যাওয়ার জন্য বলে। এ সময় তার স্ত্রী বাধা দিলে তারা গেট ভেঙ্গে ঘরে ঢুকার হুমকি দিলে তিনি তখন বাধ্য হয়েই তাদের সঙ্গে ১৭৫ নং বাড়িতে যান সেখানে তাঁকে দুইটি পিস্তল ও একটি ককটেলের ব্যাগ, একটি সিপিইউ, একটি ল্যাপটপ, ৪টি মোবাইল ও কিছু বইপত্র দেখিয়ে উদ্ধারের কথা জানানো হয়। পরে তাঁর কাছ থেকে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিয়ে আনোয়ারুলকে সঙ্গে নিয়ে র‍্যাব সদস্যরা চলে

যায়। একদিন পরে তিনি তাঁর একটি নিজস্ব সোর্সের (র‍্যাব-৫ এ কর্মরত পরিচিত কনস্টেবলের মাধ্যমে) কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন আনোয়ারুলকে র‍্যাব-৫ এর অধীনেই রাখা হয়েছে।

ফজলুর রহমান (২৩), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রতিবেশী

ফজলুর রহমান অধিকারকে জানান, তিনি ১৭৫ নং বাড়ির পাশের ভবনে মেসে থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশ সায়েন্স বিভাগের ৩য় বর্ষে পড়েন। ৫ এপ্রিল ২০১৩ রাত আনুমানিক ২.৪৫টায় র‍্যাব পরিচয়ে তাঁকে ডাকাডাকি করা হয়। তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠে বাইরে গিয়ে দেখেন, র‍্যাব সদস্যরা দাঁড়িয়ে আছে। পরে তারা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ১৭৫ নং বাড়ির দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় তল্লাসী করতে থাকে। প্রথমে তারা কোনো কিছু না পেলেও কিছুক্ষণ পর একই ঘরে তাঁকে পুনরায় ডেকে নিয়ে কাগজের ব্যাগে রাখা ককটেল এবং তৃতীয় তলার আনোয়ারুলের ঘর থেকে দুটি রিভলবার উদ্ধার করে। ওইসব ঘরে র‍্যাব সদস্যরা আগে থেকেই অবস্থান করছিল। পরে তারা আনোয়ারুলকে পাশে রেখে দুইটি রিভলবার, ককটেলের ব্যাগ, একটি ল্যাপটপ, একটি কম্পিউটারের সিপিইউ, ৪টি মোবাইল ও শিবিরের লেখা কিছুবই ও কাগজপত্রসহ ছবি তোলে। এছাড়া সাদাকাগজে তাঁর স্বাক্ষর নিয়ে আনোয়ারুলকে সঙ্গে নিয়ে চলে যায় যাওয়ার আগে র‍্যাব সদস্যরা তিনিসহ উপস্থিত ৩-৪ জন স্বাক্ষীরও ছবি তুলে নেয়।

রায়হান আলী (৪৫), র‍্যাব ক্যাম্পের কাস্টডীতে আনোয়ারুলের সঙ্গে থাকা ব্যক্তি

রায়হান আলী অধিকারকে জানান, তিনি শাহমখদুম থানার বায়াবাজারে টেইলার্স ও গার্মেন্টস এর ব্যবসায়ে জড়িত আছেন।

এছাড়াও তিনি আওয়ামীলীগের একজন সক্রিয় সমর্থক। ৫ এপ্রিল ২০১৩ র‍্যাব সদস্যরা তাকে বাজার থেকে গ্রেপ্তার করে রেলওয়ে কলোনী ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

তিনি দেখেন, তাঁর পরিচিত আনোয়ারুলকে কাষ্টডীতে জানালার গ্রিলের সঙ্গে হাতকড়া পড়িয়ে রাখা হয়েছে। পরে আটককৃতরা এক সঙ্গে আসর, মাগরিব এবং এশার নামাজ আদায় করেন। এক সঙ্গে রাতের খাবারও খেয়েছেন। রাত আনুমানিক ১২.০০টায় র‍্যাব সদস্যরা আনোয়ারুলকে সেখান থেকে অন্যত্র নিয়ে যায়। এরপর তিনি আদালত থেকে জামিনে ছাড়া পেয়ে আটকাবস্থা থেকে বেড়িয়ে আসেন।

আব্দুল মোমিন (২১), ছাত্র টেলেন্ট ছাত্রাবাস, হেতেমখাঁ শাহাজীপাড়া, রাজশাহী

আব্দুল মোমিন অধিকারকে জানান, ৫ এপ্রিল ২০১৩ রাত আনুমানিক ৪.০০টায় তাঁর পরিচিত আনোয়ারুলকে সঙ্গে নিয়ে র‍্যাব সদস্যরা তাঁর ছাত্রাবাসে প্রবেশ করে।

র‍্যাব সদস্যরা শিবির কর্মীদের গ্রেপ্তারের অভিযান চালায়। একজন র‍্যাব সদস্য তাঁকেসহ ছাত্রাবাসের বোর্ডার তুহিন, খায়রুল, ডালিম, জাহিদ ও মোনায়েমকে চর থাপ্পড় ও কিল ঘুসি মারে। তারা আনোয়ারুলকে চেনেন কিনা

ইত্যাদি প্রশ্ন করে র‍্যাব সদস্যরা। পরে এক র‍্যাব সদস্য ছাত্রাবাসে থাকা একটি মোটর সাইকেলের ওপর রাখা হেলমেট নিয়ে নেয় এবং হেলমেটটি আনোয়ারুলের মাথায় পড়িয়ে তাঁকে নিয়ে চলে যায়।

কনস্টেবল বুলবুল আহমেদ, র‍্যাব-৫ রেলওয়ে কলোনী ক্যাম্প, রাজশাহী

কনস্টেবল বুলবুল আহমেদ ০১৭৩৬ ২৬৫৭৩৭ মোবাইল ফোন নম্বরে অধিকারকে জানান, ৫ এপ্রিল ২০১৩ রাতে রাজশাহী মহানগরীর রাজপাড়া থানার নতুন বিল সিমলা মহল্লায় একটি অভিযান চালানো হয়েছিল। কিন্তু অভিযানের বিস্তারিত বিষয় জানার জন্য কোম্পানী কমান্ডার মেজর শাহেদ হাসান রাজী ও অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল আনোয়ার লতিফ খান এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন।

লেঃ কর্ণেল আনোয়ার লতিফ খান, অধিনায়ক, র‍্যাব-৫, রাজশাহী

লেঃ কর্ণেল আনোয়ার লতিফ খান অধিকারকে জানান, ৫ এপ্রিল ২০১৩ র‍্যাব সদস্যরা রাজপাড়াতে কোন অভিযান পরিচালনা করেনি। তাই আনোয়ারুল নামের কাউকে গ্রেপ্তার করার বিষয়টি সত্য নয়। তবে র‍্যাব পরিচয় দিয়ে কোন সংঘবদ্ধ চক্র করেছে কিনা তা তদন্ত করে দেখবেন বলে জানান।

এসআই মাসুমা মোস্তারী, বোয়ালিয়া মডেল থানা, রাজশাহী মহানগর পুলিশ, রাজশাহী

এসআই মাসুমা মোস্তারী অধিকারকে বলেন, ৭ এপ্রিল ২০১৩ সন্ধ্যা আনুমানিক ৬.০০টায় আনোয়ারুল নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে তাঁর মা ও বোন একটি সাধারণ ডায়েরী করতে থানায় আসলে তিনি তাঁদেরকে রাজপাড়া থানায় যাওয়ার পরামর্শ দেন। যেহেতু ঘটনাটি রাজপাড়া থানা এলাকার তাই তিনি এমন পরামর্শ দিয়েছেন বলে জানান। তবে জিডি না নিয়ে ফিরিয়ে দেয়ার অভিযোগটি সঠিক নয় বলে দাবি করেন।

এবিএম রেজাউল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রাজপাড়া থানা, রাজশাহী মহানগর পুলিশ,রাজশাহী এবিএম রেজাউল ইসলাম অধিকারকে জানান, আনোয়ারুল নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে সাধারণ ডায়েরী করতে কেউ থানায় আসেনি। ভিকটিমের স্বজনরা ৫ ও ৬ এপ্রিল দুপুরে তাঁর সঙ্গে দেখা করে জিডি করার বিষয়ে কথা বলেন, এবিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বিস্তারিত বলতে অস্বীকার করেন।

এসএম মনিরুজ্জামান, পুলিশ কমিশনার, রাজশাহী মহানগর পুলিশ, রাজশাহী

এসএম মনিরুজ্জামান অধিকারকে বলেন, আনোয়ারুল নিখোঁজ হবার দুদিন পর রাজশাহী মহানগর ছাত্র শিবিরের পক্ষ থেকে মোবাইল ফোনে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করা হয়। এ ব্যাপারে ছাত্র শিবিরের পক্ষ থেকে তাঁর সহযোগিতা কামনা করা হয়। তবে পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি বলে তিনি দাবি করে বলেন, আনোয়ারুল নামে কাউকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আটকের বিষয়টি তাঁর জানা নেই। রাজপাড়া ও বোয়ালিয়া থানায় জিডি না নেয়ার বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, পরিবারের পক্ষ থেকে রাজপাড়া ও বোয়ালিয়া থানায় কেউ জিডি করতে গিয়েছিল বলে তাঁর জানা নেই। থানা পুলিশকে তিনি বলে দিয়েছেন- যে কেউ জিডি করতে আসলে তা নিয়ে নিতে। তবে একপর্যায়ে তিনি বলেন, সরাসরি র‍্যাবকে অভিযুক্ত না করে একটু ঘুরিয়েও জিডি করা যায়।

অধিকারের বক্তব্যঃ

অধিকার আনোয়ারুলের ব্যাপারে ভিকটিমের স্বজন, পুলিশ, র‍্যাব, প্রত্যক্ষদর্শীসহ সংশ্লিষ্ট সবার বক্তব্য গ্রহণ করেছে। তাঁদের দেয়া বক্তব্যেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা আনোয়ারুলকে আটকের পর গুম করেছে বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অধিকারের অনুসন্ধানে র‍্যাব সদস্যরাই ৫ এপ্রিল রাত আনুমানিক ২.২৫টা থেকে ৪টা পর্যন্ত রাজশাহী মহানগরীর বিলসিমলা এলাকার ফজলুর রহমানের ১৭৫ নং বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আনোয়ারুলকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে যায় বলে জানা গেছে। অধিকার সরকারের কাছে আনোয়ারুলকে তাঁর পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে এবং এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি বিধানের জন্য দাবি জানাচ্ছে। কারণ গুম একটি গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত মানবতাবিরোধী অপরাধ যা আন্তর্জাতিক অপরাধ বলেও স্বীকৃত। এর মাধ্যমে জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার সনদে ঘোষিত নাগরিক অধিকারও লঙ্ঘন করা হয়েছে।

-সমাপ্ত-